বাংলাদেশ অভ্যন্তরীণ নৌপরিবহন কর্তৃপক্ষ
(প্রবহমান নদীর সাথে)

বার্ষিক প্রতিবেদন-২০২৩-২০২৪

পটভূমি:
অভ্যন্তরীণ নৌপরিবহন ও সুনির্দিষ্ট অভ্যন্তরীণ কাঠামোর উন্নয়ন, রক্ষণাবেক্ষণ, পরিচালন ও নিয়ন্ত্রণের উদ্দেশ্যে ১৯৫৮ সনে তৎকালীণ প্রাদেশিক সরকারের জারীকৃত একটি অধ্যাদেশ অনুসারে "ইস্ট পাকিস্তান ইনল্যান্ড ওয়াটার ট্রান্সপোর্ট অথরিটি" (ইপিআইডব্লিউটিএ) প্রতিষ্ঠিত হয় যা ১৯৭১ সনে বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর "বাংলাদেশ অভ্যন্তরীণ নৌ-পরিবহন কর্তৃপক্ষ" (বিআইডব্লিউটিএ) নামকরণ করা হয় । একজন চেয়ারম্যান, একজন সদস্য (অর্থ), একজন সদস্য (প্রকৌশল) এবং একজন সদস্য (পরিকল্পনা ও পরিচালনা) নিয়ে কর্তৃপক্ষ গঠিত। চেয়ারম্যান হচ্ছেন সংস্থার নির্বাহী প্রধান।

ভিশন:
সহজ, নিরাপদ, সাশ্রয়ী, পরিবেশবান্ধব এবং টেকসই অভ্যন্তরীণ ও উপকূলীয় নৌপরিবহন ব্যবস্থা।

মিশন:
নৌ-পথ উন্নয়ন ও সংরক্ষণ এবং ভৌত অবকাঠামোগত সুবিধাদি প্রদানের মাধ্যমে অভ্যন্তরীণ ও উপকূলীয় নৌপরিবহন ব্যবস্থা নিশ্চিতকরণ।

প্রধান কার্যাবলী:

- নৌ-পথে নাব্যতা সংরক্ষণ ও নদী শাসন এবং নৌ-পরিচালনের সুবিধার্থে অভ্যন্তরীণ নদী পথে মার্কা, বয়াবাতি, বিকন-বাতিসহ নৌ-পথ নির্দেশক সামগ্রী স্থাপন;
- নৌ-পথের হাইড্রোগ্রাফিক জরিপ ও চার্ট প্রকাশনা, পাইলটেজ সুবিধা প্রদান এবং নদী বন্দরসমূহে আবহাওয়া সংক্রান্ত তথ্য পরিবেশন;
- অভ্যন্তরীণ নৌ-পথের নাব্যতা সংরক্ষণের জন্য বার্ষিক ড্রেজিং কর্মসূচি প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন এবং নতুন নৌ-পথ চালু করার উদ্দেশে মৃত ও মৃতপ্রায় নদী, চ্যানেল ও খাল খনন;
- অভ্যন্তরীণ নদী-বন্দর ও লঞ্চ ঘাট ব্যবস্থাপনাসহ এর উন্নয়ন, রক্ষণাবেক্ষণ ও পরিচালন এবং নদী বন্দর ও ঘাটসমূহে টার্মিনাল সুবিধাদি প্রদান;
- অভ্যন্তরীণ নৌ-পথে সৃষ্ট বাধা-বিঘ্ন অপসারণ ও নিমজ্জিত/দুর্ঘটনা কবলিত নৌ-যান উদ্ধারসহ নৌ-পথে যাত্রী ও মালামাল পরিবহনের জরিপ ও ভাড়া নির্ধারণ;
- অভ্যন্তরীণ নৌ-পথে চলাচলকারী নৌ-যানের ডেক ও ইঞ্জিন কর্মীর দক্ষতার উন্নয়নের লক্ষ্যে প্রশিক্ষণ প্রদান;
- অভ্যন্তরীণ নৌ-পথে চলাচলকারী নৌ-যানের সময়সূচী/রুটপারমিট অনুমোদন, যাত্রী ও মালামাল পরিবহনের জরিপকরন এবং ভাড়া নির্ধারণ;
- সরকারের স্বল্প, মধ্য, দীর্ঘ মেয়াদী পরিকল্পনা অনুসরণে উন্নয়ন প্রকল্প গ্রহণ ও বাস্তবায়ন এবং অন্যান্য পরিবহন মাধ্যম ও সমুদ্র বন্দরের সঙ্গে সমন্বয় প্রতিষ্ঠা ।

জনবল কাঠামো: (৩০ জুন, ২০২৪)

শ্রেনী/গ্রেড	অনুমোদিত পদের সংখ্যা	কর্মরত পদের সংখ্যা	শুন্য পদের সংখ্যা		
			সরাসরি	পদোন্নতি	মোট
১ম শ্রেণী (গ্রেড-০২-০৯)	৪২০	৩৩৪	৩৭	৪৯	৮৬
২য় শ্রেণী (গ্রেড-১০)	৩৮৪	৩১৮	২৮	৩৮	৬৬
৩য় শ্রেণী (গ্রেড- ১১-১৬)	২০৬৯	১৬২০	১১৫	৩৩৪	৪৪৯
৪র্থ শ্রেণী (গ্রেড-১৭-২০)	২০৫৯	২৩০৫	১৮৫	৬৯	২৫৪
মোট=	**৫৪৩২**	**৪৫৭৭**	**৩৬৫**	**৪৯০**	**৮৫৫**

বিআইডব্লিউটিএ’র সাংগঠনিক কাঠামো:

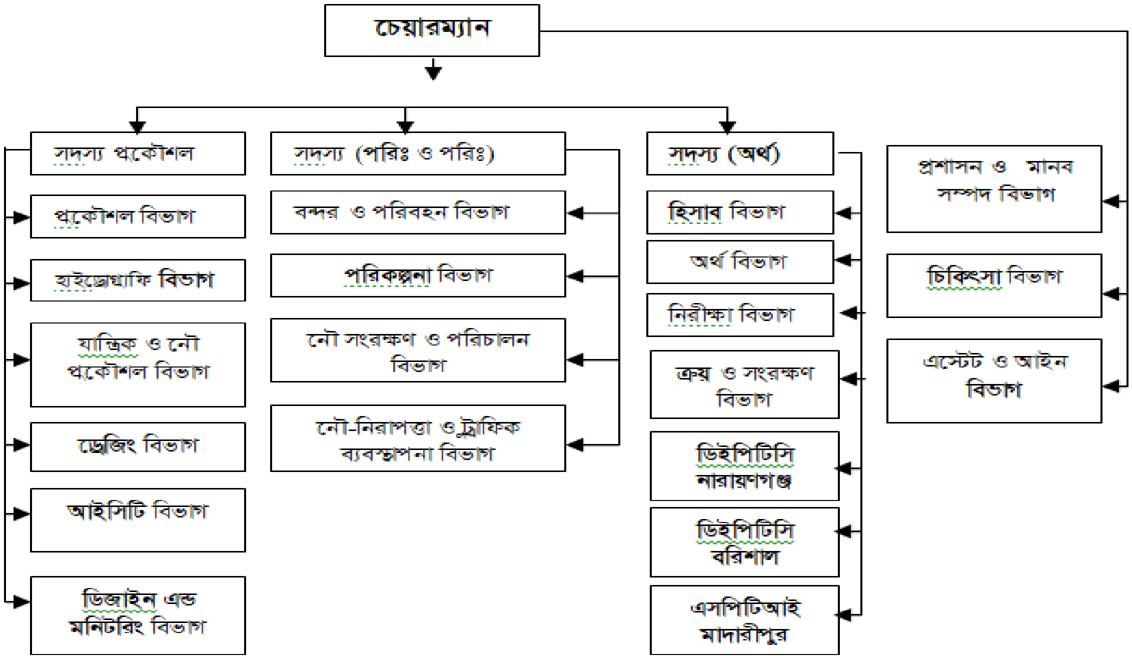

বিআইডব্লিউটিএ'র ২০২৩-২০২৪ অর্থবছরের চলমান প্রকল্প ও উন্নয়ন সংক্রান্ত কার্যক্রম

২০২৩-২৪ অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি (এডিপি)-তে বিআইড ব্লিউটিএ'র মোট ১৬ টি প্রকল্প অ ন্তর্ভুক্ত রয়েছে। এসব প্রকল্পের মধ্যে বিশ্বব্যাংকের অর্থায়নে ০১টি; ভারতীয় নমনীয় ঋণ (LoC) এর আওতায় ০১টি সহ মোট ১৬টি প্রকল্প বা স্তবায়নাধীন রয়েছে। ২০২৩-২৪ অর্থবছরের আরএডিপির আওতায় উক্ত প্রকল্পসমূহের বিপরীতে অর্থ মন্ত্রণালয় কর্তৃক বরাদ্দ রয়েছে ২০৩৪.০১ কোটি টাকা যার মধ্যে জিওবি ১৮০৪.০০ কোটি টাকা ও প্রকল্প সাহায্য ২৩০.০১ কোটি টাকা। বরাদ্দকৃত টাকার বিপরীতে জুন ২০২৪ পর্যন্ত মোট ১৮৭৫.১৫৫০ কোটি টাকা ব্যয় হয়েছে যার মধ্যে জিওবি ১৭১১.৫০৬৯ কোটি টাকা ও প্রকল্প সাহায্য ১৬৩.৬৪৮১ কোটি টাকা। ব্যয়কৃত টাকা মোট বরাদ্দের শতকরা ৯২.১৯% l

ক্রঃ নং-	প্রকল্পের নাম	অর্থায়নের উৎস	মেয়াদকাল	প্রকল্পের মোট প্রাক্কলিত ব্যয়	প্রকল্পের শুরু থেকে জুন ২০২৪ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি	
					আর্থিক (%)	বাস্তব (%)
এডিপিভুক্ত প্রকল্পঃ						
১l	মংলা হতে চাঁদপুর- মাওয়া- গোয়ালন্দ হয়ে পাকশী পর্যন্ত নৌরুটের নাব্যতা উন্নয়ন (১ম সংশোধিত)	জিওবি	জুলাই ২০১৭-জুন ২০২৫	১২৯০০০.০০	৯৩৬৫১.০৬ (৭২.৬০%)	৭৪.৪৮%
২।	নগরবাড়ীতে আনুষঙ্গিক সুবিধাদিসহ নদী বন্দর নির্মাণ (২য় সংশোধিত)	জিওবি	জুলাই ২০১৮-জুন ২০২৫	৫৬৩৮৪.০০	৪২৩৯৯.৯৩ (৭৫.২০%)	৭৪.০০%
৩l	বুড়িগংগা, তুরাগ, শীতলক্ষ্যা ও বালু নদীর তীরভুমিতে পিলার স্থাপন, তীররক্ষা, ওয়াকওয়ে ও জেটিসহ আনুষংগিক অবকাঠামো নির্মাণ (২য় পর্যায়) (২য় সংশোধিত)	জিওবি	জুলাই ২০১৮-জুন ২০২৫	১২৭৫৯৫.০০	৮১৫৯২.৯৪ (৬৩.৯৫%)	৮৫.০০%
৪l	পুরাতন ব্রহ্মপুত্র, ধরলা, তুলাই এবং পুনর্ভবা নদীর নাব্যতা উন্নয়ন ও পুনরুদ্ধার (১ম সংশোধিত)	জিওবি	সেপ্টেম্বর ২০১৮-জুন ২০২৫	৪৪০৯৯৪.০০	১০৯৩৬১.৫০ (২৪.৮০%)	৩১.১১%
৫।	৩৫টি ড্রেজার ও সহায়ক জলযানসহ আনুষঙ্গিক সরঞ্জামাদি সংগ্রহ এবং প্রয়োজনীয় অবকাঠামো নির্মাণ (১ম সংশোধিত)	জিওবি	অক্টোবর ২০১৮-জুন ২০২৫	৪৫১৫৫২.১৫	১০৫৩৬৫.৬০ (২৩.৩৩%)	৩৫.৮০%
৬।	পাটুরিয়া এবং দৌলতদিয়ায় আনুষঙ্গিক সুবিধাদিসহ নদী বন্দর আধুনিকীকায়ন	জিওবি	জানুয়ারি ২০২০-ডিসেম্বর ২০২৪	১৩৫১৭০.০০	৭২০২.৫৫ (৫.৩৩%)	১৮.০০%
৭।	চাঁদপুর জেলার শাহরাস্তি উপজেলার ছিখটিয়া ব্রীজ হতে সূচীপাড়া ব্রীজ পর্যন্ত ডাকাতিয়া নদীর উত্তরপাড়ে ওয়াকওয়ে ও প্রয়োজনীয় অবকাঠামো নির্মাণ (২য় সংশোধিত)	জিওবি	জুলাই ২০২০-জুন ২০২৪	৪৯৯০.০০	৪৯৮৫.৯৭ (৯৯.৯২%)	১০০%
৮।	চিলমারী এলাকায় (রমনা, জোড়গাছ, রাজিবপুর, রৌমারী, নয়ারহাট) নদী বন্দর নির্মাণ	জিওবি	জুলাই ২০২১-ডিসেম্বর ২০২৫	২৩৫৫৯.০০	১৫৯৫.৯২ (৬.৭৭%)	১৩.০০%
৯।	বাংলাদেশ স্ট্যান্ডার্ড হাই ওয়াটার লেভেল, স্ট্যান্ডার্ড লো ওয়াটার লেভেল নির্ধারণ এবং অভ্যন্তরীণ নৌপথের পনঃশ্রেণী বিন্যাসকরণ (১ম সংশোধিত	জিওবি	অক্টোবর ২০২১-মার্চ ২০২৪	১৮৩০.৫৭	১৭৫৩.২৩ (৯৫.৭৮%)	১০০.০০%
১০l	নারায়ণগঞ্জের খানপুরে অভ্যন্তরীণ কন্টেইনার এবং বাল্ক টার্মিনাল	জিওবি	জানুয়ারি ২০২০-জুন ২০২৫	৩৯২০০.০০	১৪৯৬.১৩ (৩.৮২%)	৮.০০%

১১।	বাংলাদেশ আঞ্চলিক অভ্যন্তরীণ নৌ-পরিবহন প্রকল্প-১ (চট্টগ্রাম-ঢাকা-আশুগঞ্জ ও সংযুক্ত নৌ-পথ খনন এবং টার্মিনালসহ আনুষঙ্গিক স্থাপনাদি নির্মাণ (১ম সংশোধিত)	বিশ্বব্যাংক	জুলাই ২০১৬-ডিসেম্বর ২০২৫	৩৩৪৯৪২.০০	৪৬৩৯৫.৬৪ (১৩.৮৫%)	৫৩.৮৫%
১২।	আশুগঞ্জ অভ্যন্তরীণ কন্টেইনার নৌ-বন্দর স্থাপন (১ম সংশোধিত)	ভারতীয় নমনীয় ঋণ (LoC)	জুলাই ২০১৮-ডিসেম্বর ২০২৫	১৭৫১০০.০০	৭১১৫৪.৪৬ (৪০.৬৪%)	৪০.২৩%
১৩।	মিঠামইন উপজেলার ঘোড়াউতরা, বোলাই-শ্রীগাং নদীর অংশবিশেষ ও ইটনা উপজেলার ধনু নদী, নামাকুড়া নদী এবং অষ্টগ্রাম উপজেলার ধলেশ্বরী নদীর অংশ বিশেষের নাব্যতা উন্নয়ন ও পুনরুদ্ধার	জিওবি	জুলাই ২০২২-জুন ২০২৭	৩৪২২৬.০০	১৫৫৫.৯৫ (৪.৫৫%)	৫.২০%
১৪।	চট্টগ্রামের মিরসরাই ও সন্দ্বীপ, কক্সবাজারের সোনাদিয়া দ্বীপ ও টেকনাফ (সাবরাং ও জালিয়ার দ্বীপ) অংশের জেটিসহ আনুষাংগিক স্থাপনাদি নির্মাণ।	জিওবি	জানুয়ারি ২০২৩-ডিসেম্বর ২০২৫	১৯১৩৭০.৩০	৪৫০৩.৮৯ (২.৩৫%)	৬.০০%
১৫।	জিনাই, ঘাঘট,বংশী এবং নাগদা নদীর প্রবাহ পুনরুদ্ধারের জন্য শুষ্ক মৌসুমে নদীর প্রবাহ নিশ্চিতকরণ, নৌপথের উন্নয়ন ও বন্যা ব্যবস্থাপনা।	জিওবি	জুলাই ২০২৩- জুন ২০২৮	৪১৬৮১৬.০০	১৫.৭৮ (০.০০৪%)	০.০০%
১৬।	নদী ও নৌপথ সমীক্ষা এবং সচেতনতা বৃদ্ধিমূলক প্রকল্প।	জিওবি	অক্টোবর ২০২৩-সেপ্টেম্বর ২০২৬	৪২৩১.০০	০.০০ (০.০০%)	০.০০%
		সর্বমোট (১-১৬):		২৫৬৬৯৬০.০২	৫৭৩০৩০.৫৫ (২২.৩২%)	৪২.৫০%

সুনীল অর্থনীতি সংক্রান্ত পরিকল্পনাঃ

ক্রঃনং	কার্যক্রমের বিবরণ	বাস্তবায়নকারী সংস্থা
১।	কক্সবাজার,টেকনাফ,সেন্টমার্টিন দ্বীপ,মজু চৌধুরীর হাট(লক্ষ্মীপুর)এবং ইলিশা ঘাটে নৌ-পর্যটনের সুবিধা সম্বলিত নদী বন্দর স্থাপনঃ টেকনাফের সাবরাং ও জালিয়ার দ্বীপে নৌ-পর্যটনের সুবিধা নির্মাণের অংশ হিসেবে “চট্টগ্রামের মিরসরাই ও সন্দ্বীপ, কক্সবাজারের সোনাদিয়া ও টেকনাফ (সাবরাং ও জালিয়ার দ্বীপ) অংশে জেটিসহ আনুষঙ্গিক অবকাঠামো নির্মাণ ” শীর্ষক প্রকল্প জানুয়ারি ২০২৩ হতে ডিসেম্বর ২০২৫ মেয়াদে ১৯১৩.৭০৩০ কোটি টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে ২০২৩-২৪ অর্থবছরে অনুমোদিত হয় । প্রকল্পটির আওতায় সন্দ্বীপ অংশে জেটিসহ আনুষঙ্গিক অবকাঠামো নির্মাণ কাজ শুরু হয়েছে ও মিরেরসরাই অংশের জন্য দরপত্র আহবান করা প্রক্রিয়া চলমান রয়েছে। মাঠ পর্যায়ে কাজ সুপারভিশন করার জন্য মার্চ ২০২৪ মাসে পরামর্শক প্রতিষ্ঠানের সাথে চুক্তি সম্পন্ন হয়েছে। ফেব্রুয়ারি ২০২৪ পর্যন্ত প্রকল্পটির ক্রমপুঞ্জিত আর্থিক অগ্রগতি ০.৪৬ (০.০২%) কোটি টাকা ও ভৌত অগ্রগতি ৫% । বরাদ্দ প্রাপ্তি সাপেক্ষে টেকনাফের সাবরাং ও জালিয়ার দ্বীপে এবং কক্সবাজারের সোনাদিয়া অংশের দরপত্র ২০২৪-২৫ অর্থবছরে প্রক্রিয়াকরন করা হবে। অন্যদিকে, মজু চৌধুরীরহাট(লক্ষ্মীপুর) সহ মোট ১২টি নদী বন্দরের নৌপর্যটন সুবিধাদি নির্মাণে ২০১৮-১৯ অর্থবছরে সমীক্ষা পরবর্তী ১০৪৫.৫৪০১ কোটি টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে ডিপিপি প্রস্তুত করে মন্ত্রণালয় হতে ০২-১২-২০২০ তারিখে পরিকল্পনা কমিশনে ডিপিপি প্রেরণ করা হয়েছে। পরিকল্পনা কমিশনের মতামতের আলোকে ডিপিপি সংশোধন করা হচ্ছে। পাশাপাশি মজু চৌধুরীরহাট ও ইলিশা ঘাটে নৌপর্যটন সুবিধাদি বৃদ্বির লক্ষ্যে বিশ্বব্যাংকের অর্থায়নে বাস্তবায়নাধীন বিআরডব্লিউটিপি ১ প্রকল্পের আওতায় বিদ্যমান লঞ্চঘাটের অবকাঠামোর আধুনিকায়ন করার জন্য ইজিপিতে দরপত্র আহবান করা হয়েছে । এছাড়া, জুলাই ২০২৩ - জুন ২০২৬ মেয়াদে ২৫৫৭.৮৬৮৭ কোটি টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে ''ফরিদপুর, ছাতক এবং কক্সবাজার নদী বন্দর এলাকায় টার্মিনালসহ বন্দর সুবিধাদি নির্মাণ, আরিচা-নরাদহ ও কক্সবাজার-মহেশখালী ফেরীঘাটসহ অন্যান্য স্থাপনা এবং বরগোপ, সাত্তার উদ্দিন, ছনুয়া এবং সেন্টমার্টিনে জেটি নির্মাণ'' শীর্ষক প্রকল্পের প্রস্তাব ৩০ -০৯-২০১৯ তারিখে ডিপিপি নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে। এখনো প্রকল্পটির যাচাই কমিটির সভা অনুষ্ঠিত হয়নি ।	বিআইডব্লিউটিএ
২।	কক্সবাজার-সেন্টমার্টিন ও কক্সবাজার-মহেশখালী নৌরুটে কোষ্টাল প্যাসেঞ্জার সার্ভিস চালুকরণঃ কক্সবাজার জেলার টেকনাফ-সেন্টমার্টিন ও কক্সবাজার-সেন্টমার্টিন নৌ-পথে সাধারনত প্রতিবছর অক্টোবর থেকে মার্চ পর্যন্ত সময়ে পর্যটকবাহী জাহাজ চলাচলের অনুমতি প্রদান করা হয়ে থাকে । বর্ণিত সময়ে ২০২০ সনে ০৯টি , ২০২১ সনের ০৮টি এবং ২০২২ সনের ০ ৯টি, ২০২৩ সনের ১১টি, ২০২৪ সনের ৯ জানুয়ারি পর্যন্ত ১০টি পর্যটকবাহী জাহাজ চালু ছিল। টেকনাফ সীমান্তে অস্থিতিশীল পরিবেশের কারণে সরকার বর্ণিত নৌরুটে জাহাজ চলাজল বন্ধ রাখার সিদ্ধান্ত নিলে বিআইডব্লিউটিএ হতে রুটটিতে জাহাজ চলাচল বন্ধ সাময়িক সময়ের জন্য ঘোষনা করা হয়েছে এবং কক্সবাজার-সেন্টমার্টিন নৌপথে ২০২২সনে ০১টি , ২০২৩ সনে ১টি ও ২০২৪ সনের ১২-০৩-২০২৪ তারিখের পর্যন্ত ৩টি পর্যটকবাহী জাহাজ চলাচলের সময়সূচী জারি ছিল ।বর্তমানে রুট ২টিতে পর্যটকবাহী জাহাজ চলাচল বন্ধ রয়েছে যা ২০২৪ সালের অক্টোবর মাসে পুনরায় চালু হবে। পাশাপাশি কক্সবাজারের কস্তুরিঘাটে ও সোনাদিয়া দ্বীপে জেটিসহ প্রয়োজনীয় অবকাঠামো নির্মাণে ইতোমধ্যে সমীক্ষা সম্পন্ন হয়েছে।	বিআইডব্লিউটিএ

৩।	<u>অভ্যন্তরীণ নৌপথে ঢাকা- চট্টগ্রাম-কক্সবাজার নৌরুটে প্যাসেঞ্জার সার্ভিস চালুকরণঃ</u> ঢাকা-চট্টগ্রাম-কক্সবাজার-ঢাকা, ঢাকা-সেন্টমার্টিন-ঢাকা এবং ঢাকা -পায়রাবন্দর-ঢাকা নৌপথে হোম এন্ড এব রোড কর্পোরেশন লিঃ এর ৩টি যাত্রিবাহী/ ৩টি কার্গো জাহাজের অনুকূলে চলাচলের অনুমোদনের জন্য আবেদন করেন ।কিন্তু নৌপরিবহন অধিদপ্তর কর্তৃক উল্লেখিত জাহাজ সমূহের উপকূলীয় ছাড়পত্র (বে-ক্রসিংসনদ), সার্ভে (ফিটনেস), রেজিস্ট্রেশন সনদ সংশ্লিষ্ট কোম্পানী অদ্যাবধি প্রদান করে নাই ।বিআইডব্লিউটিএ কর্তৃক বাংলাদেশ অভ্যন্তরীণ নৌপরিবহন (নৌরুট পারমিট , সময়সুচি ও ভাড়া নির্ধারণ) বিধিমালা ২০১৯ অনুযায়ী বর্ণিত জাহাজের অনুকূলে রুট পারমিট/সময়সূচির অনুমোদনের বিষয়ে বাওনৌচ (যাপ) সংস্থার মতামত চাওয়া হয় ।এ বিষয়ে কোন মতামত পাওয়া যায়নি । জাহাজের আনুষঙ্গিক কাগজপত্র চেয়ে উক্ত কোম্পানীকে ও গত ১১/০৫/২০১৭ তারিখে পত্রের মাধ্যমে অনুরোধ করা হয়েছে।অদ্যাবধি কোন কাগজপত্র দাখিল করে নাই ।এ পর্যন্ত উক্ত নৌ-পথে চলাচলে আর কোন আগ্রহী জাহাজ কোম্পানী/মালিক দের আবেদন পাওয়া যায়নি । এখানে উল্লেখ্য যে, বে-ওয়ান জাহাজটি চট্টগ্রাম-সেন্টমার্টিন নৌ-পথে চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষের অনুমতি নিয়ে চলাচল করে –মর্মে নৌ-নিরাপত্তা ও ট্রাফিক ব্যবস্থাপনা বিভাগ পথকে জানানো হয়েছে।	বিআইডব্লিউটিএ
৪।	<u>মোংলা বন্দর হতে চাঁদপুর-মাওয়া-গোয়ালন্দ হয়ে পাকশী পর্যন্ত নৌ-রুটের নাব্যতা উন্নয়নঃ</u> মাঠ পর্যায়ে প্রকল্পটির কাজ বর্তমানে চলমান রয়েছে । জুন ২০২৪ পর্যন্ত প্রকল্পটির ক্রমপুঞ্জিত আর্থিক অগ্রগতি ৯৩৬৫১.০৬ (৭২.৬০%) কোটি টাকা ও ভৌত অগ্রগতি ৭৪.৪৮% ।	বিআইডব্লিউটিএ
৫।	<u>নারায়ণগঞ্জের খানপুরে অভ্যন্তরীণ কন্টেইনার এবং বাল্ক টার্মিনাল নির্মাণঃ</u> পরামর্শক প্রতিষ্ঠান নিয়োগ পরবর্তী মাস্টার প্লান প্রস্তুতপূর্বক মাঠ পর্যায়ে প্রকল্পটির কাজ শুরু করা হয়েছে । শীঘ্রই মূল কাজের দরপত্র আহবান করার নিমিত্ত দরপত্র ডকুমেন্ট প্রস্তুত করা হচ্ছে । জুন ২০২৪ পর্যন্ত প্রকল্পটির ক্রমপুঞ্জিত আর্থিক অগ্রগতি ১৪৯৬.১৩ (৩.৮২%) কোটি টাকা ও ভৌত অগ্রগতি ৮% ।	বিআইডব্লিউটিএ
৬।	চট্টগ্রামের মিরসরাই ও সন্দ্বীপ , কক্সবাজারের সোনাদিয়া ও টেকনাফ (সাবরাং ও জালিয়ার দ্বীপ) অংশে <u>জেটিসহ আনুষঙ্গিক অবকাঠামো নির্মাণঃ</u> সন্দ্বীপ অংশে জেটিসহ আনুষঙ্গিক অবকাঠামো নির্মাণ কাজ শুরু হয়েছে ও মিরেরসরাই অংশের জন্য দরপত্র আহবান করা হয়েছে । মাঠ পর্যায়ে কাজ সুপারভিশন করার জন্য মার্চ ২০২৪ মাসে পরামর্শক প্রতিষ্ঠানের সাথে চুক্তি সম্পন্ন হয়েছে । জুন ২০২৪ পর্যন্ত প্রকল্পটির ক্রমপুঞ্জিত আর্থিক অগ্রগতি ৪৫০৩.৮৯ (২.৩৫%) কোটি টাকা ও ভৌত অগ্রগতি ৬% ।	বিআইডব্লিউটিএ

ডেল্টা প্ল্যান-২১০০:

Serial no.	Organization	Project Title	Duration	Estimated Cost (In crore)
1	BIWTA	River Management by enhancing the navigability, removing/minimizing drainage congestion, improving river tourism, wetland ecosystem and landing facilities in Haor Areas.		1675.03 03
2		Integrated Environmental & Social Risk Management in Marine Port Areas. Under this Delta Project title BIWTA is Implementing a Project which title is"Establishment of Jetties and Infrastructure at Mirsarai&Sandwip in Chittagong, Subrang-JaliarDwip at Teknaf and SonadiaDwip at Cox's Bazar"	January 2023-December 2024	1913.70
3		Management of Urban River Circular Walkways and Amusement Park through Public-Private Partnership. Under this Delta Project title BIWTA is Implementing a Project which title is "Construction & Installation of demarcation pillar, Walkway, Bank Protection, Jetty with allied work on Evicted Foreshore Land of the River Buriganga, Turag, Balu and Sitalakhya (2nd Phase)"	July 2018-June 2025	1275.95

বাজেট বরাদ্দ ও ব্যয় বিবরণী:

রাজস্ব বাজেট, ব্যয় ও উদ্বৃত্ত/ঘাটতি:

অর্থ বছর	বাজেট বরাদ্দ	ব্যয়	উদ্বৃত্ত/ঘাটতি (+-)
২০০৯-২০১০	১৯০১৪.২২	১৯৫৩২.৬১	(৫১৮.৩৯)
২০১০-২০১১	২৪০৬৫.১১	২৪২২২.৬৫	(১৫৭.৫৪)
২০১-২০১২	২৮১৮৩.৯০	২৬৩৯৬.৮৩	১৭৮৭.০৭
২০১২-২০১৩	৩৪৯৩২.৭৬	৩২৯৬৩.৩৬	১৯৬৯.৪০
২০১৩-২০১৪	৩২০০৪.৩২	৩৭৭৬১.৬৪	(৫৭৫৭.৩২)
২০১৪-২০১৫	৩৫৮০২.৭৮	৩৮২৩২.৫৪	(২৪২৯.৭৬)
২০১৫-২০১৬	৫০০৮১.৩৮	৫১৮৯০.০০	(১৮০৮.৬২)
২০১৬-২০১৭	৬১৪৪৬.৫৪	৬৯৯৬৭.৬৯	(৮৫২১.১৫)
২০১৭-২০১৮	৬২৫৩৫.০৩	৬৮৯৩৩.৭২	(৬৩৯৮.৬৯)
২০১৮-২০১৯	৬৭৯৩৮.৪৯	৬৯৮৪৯.৬০	(১৯১১.১১)
২০১৯-২০২০	৭৫৯১৩.০০	৭৬২৬৬.৭৭	(৩৫৩.৭৭)
২০২০-২০২১	৮৫৯২৯.১৫	৮০১৯৯.৪৫	(১৬৩২.৯৩)
২০২১-২০২২	৮০৯০৭.৮০	৮৭৮৬১.৩৫	(৬৯৫৩.৫৫)
২০২২-২০২৩	৮৪৮৫৩.৪৫	৯৭১৪০.০২	(১২২৮৬.৫৭)
২০২৩-২০২৪	৮২০৩৯.২৯	৯২৬১১.৮২	(১০৫৭২.৫৩)

<u>প্রকল্প/উন্নয়ন কর্মকান্ডের বছর-ভিত্তিক বার্ষিক উন্নয়ন বরাদ্দ ,অবমুক্তি ও ব্যয়:</u>

(কোটি টাকায়)

ক্রমিক নং	অর্থবছর	এডিপি বরাদ্দ	আরএডিপি বরাদ্দ	অর্থ-অবমুক্তি	ব্যয় (বরাদ্দের %)
০১।	২০০৮-০[illegible]	৬[illegible].৭৩	৪৭.৯৬	৪৬.০৬৭৪	৪৫.৮৪ (৯৫.৫৮%)
০২।	২০০৯-১০	৫৩.৬৯	৭৯.৯৫	৭১.৪৭১৪	৬৯.০৪২৭ (৮৬.৩৫%)
০৩।	২০১০-১১	২৩১.৭১	২৩৪.৫৫	২৩২.০১৯০৪	২৩১.০০৮১ (৯৮.৪৯%)
০৪।	২০১১-১২	২৬২.৭৩	১৭১.৪৩	১৭২.৬৬৯০	১৬৩.৬৮২১ (৯৫.৪৮%)
০৫।	২০১২-১৩	৪৯৬.৪০	৪০৪.৮৬	২৯৭.০৮[illegible][illegible]	৩৮৬.৪৩০২ (৯৫.৪৫%)
০৬।	২০১৩-১৪	৩৭৭.০০	৪০৫.১৮	৩৮৮.১০৭৫	৩৮৫.৫১৩৬ (৯৫.১৫%)
০৭।	২০১৪-১৫	৪৭১.৫৮	৪১০.২৭	৪০৯.৫৯২৫	৩৯৩.০০৫১ (৯৫.৭৯%)
০৮।	২০১৫-১৬	৭০৮.৫১	৫১১.৯৩	৫১১.৬১	৫০৬.৯০০১ (৯৯.০২%)
০৯।	২০১৬-১৭	৫২৪.৬৩	৮৭৭.৬৯	৮৭৭.৬২৪৭	৮৭৭.১১১৭ (৯৯.৯৩%)
১০।	২০১৭-১৮	৯৮৮.৮৭	১০৭৪.৪১	১০৬০.৬৮০৮ PA-১৫.০০সহ	১০৩২.৮৭১০ (৯৬.১৩%)
১১।	২০১৮-১৯	১২৯৬.২৫	১৬২০.৭০	১৬২৩.৮৮৩৬ PA-১৩.৭৫১৫ সহ	১৬১৪.৬৫৩৯ (৯৯.৬৩%)
১২।	২০১৯-২০	১৫০০.০২	১৩৯২.৮৯ (PA-২৭.৯০ সহ)	১২৩৮.২১৭৯ (PA-২৪.৯০ সহ)	১২১৩.২৯৪৫ (৮৭.১১%)
১৩।	২০২০-২১	১৩৮৮.৪০ (PA-২৭.৩৯ সহ)	আরএডিপি বরাদ্দ (পুনঃনির্ধারিত আরএডিপি বরাদ্দ) ১২৩৩.৯৫ (১০৮৭.৩৪) PA-৪৩.২৯	১০৮৭.৮৩৪০ (PA-৪২.৪১৫৭ সহ)	১০৫১.৩০৬৩ (৯৬.৬৯%)
১৪	২০২১-২০২২	১৪০১.০৪৭৪ (PA- ৩০৪.৭৯৭৪ সহ)	১২৩৭.৩৪ (PA- ১০৩.৭৯ সহ)	১২৩৩.১৩৭৭ (PA- ১০১.৬৯৩৪ সহ)	১১৯৯.১৬৩২ (৯৬.৯১%)
১৫	২০২২-২০২৩	২৭৭০.৯২	১৬৬৫.০০ (PA-৮২৫.০০ সহ)	১১৫২.৮৪৮২	১১০৪.৫০২৯ (৮৭.৫৯%)
১৬	২০২৩-২০২৪	২০৭৬.৯১ (PA-৫৭০.০০ সহ)	২০৩৪.০১ (PA-২৩০.০১ সহ)	১৯৪৩.৪০৭২২ (PA-২৩০.০০ সহ)	১৮৭৫.১৫৫০ (৯২.১৯%)

ভবিষ্যত কর্ম পরিকল্পনা:

- টেকসই উন্নয়ন পরিকল্পনা (এসডিজি)-২০৩০, রূপকল্প ২০৪১, ডেল্টা প্ল্যান-২১০০ পরিকল্পনা গ্রহণ ও বাস্তবায়ন;
- সারাদেশে ১০ হাজার কিলোমিটার নৌপথ খনন;
- আন্তর্জাতিক সমুদ্রবন্দরের সাথে নদীপথগুলোর সংযোগ স্থাপনের মাধ্যমে আমদানি-রফতানি সুগম করা;
- ঢাকার চারপাশের নৌপরিবহন ব্যবস্থার আধুনিকায়ন;
- নৌপরিবহন ব্যবস্থার ডিজিটাইজেশন;
- দখল, দূষণ ও নাব্যতা রক্ষা করা;
- বুড়িগঙ্গা, শীতলক্ষ্যা, তুরাগ নদীর বর্জ্য অপসারণ, পানি দূষণমুক্তকরণ, অবৈধ দখল রোধ এবং পুন:দখল রোধে উদ্ধারকৃত তীরভূমির উন্নয়ন;
- নৌ-সহায়ক যন্ত্রপাতি সংগ্রহ ও স্থাপন;
- ড্রেজারসহ সহায়ক যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জামাদি সংগ্রহ;
- প্রটোকলের আওতাধীন বিভিন্ন নৌ-পথ ড্রেজিং;
- পার্বত্য এলাকা ও হাওর এলাকার নদীগুলোর উন্নয়ন;
- বরিশাল,চট্টগ্রাম, রাজশাহী ও খুলনা বিভাগের নদীগুলো খনন;
- ড্রেজার বেইজ নির্মাণ;
- বিভিন্ন ধরনের সার্ভিস জাহাজ সংগ্রহ;
- আনুষাঙ্গিক সুবিধাদিসহ বিশেষ ধরনের পন্টুন নির্মাণ এবং স্থাপন;
- বিদ্যমান নৌ-বন্দরগুলির সংস্কার;
- অভ্যন্তরীণ নদী বন্দর সম্প্রসারণ ও উন্নয়ন;
- উপকূলীয় অঞ্চলসহ দক্ষিণাঞ্চলের বিভিন্ন ল্যান্ডিং স্টেশনে অবকাঠামো নির্মাণ;
- নতুন ল্যান্ডিং স্টেশন/নদী বন্দর/টার্মিনাল/ঘাট-পয়েন্ট স্থাপন;
- ক্রুজ শিপস চালুকরণ;
- নৌযান আশ্রয় কেন্দ্র নির্মাণ;
- সকল ধরণের নৌযানের রুটপারমিট ও সময়সূচী প্রদানের কাজ অনলাইনে সম্পন্ন করা;
- নৌযানের অবস্থান চিহ্নিত করার জন্য ভ্যাসেল ট্র্যাকিং সিস্টেম চালু করা;
- নৌযান কর্মীদের প্রশিক্ষণের জন্য উত্তরবঙ্গে ২টি প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট স্থাপন করা;
- অবৈধভাবে চলাচলকারী সকল বালুবাহী নৌযান, স্পীডবোট ও ট্রলারসমূহকে আইনের আওতায় আনয়ন;

ভবিষ্যত কর্ম পরিকল্পনা:

সরকারের বিভিন্ন উন্নয়নমুলক কাজের লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের সাথে সংগতি রেখে পরিকল্পনা বিভাগের কার্যক্রম পরিচালিত হয়ে থাকে। ফলে নৌ-পথের মাধ্যমে জনগণকে সর্বপ্রকার সেবা প্রদানের জন্য উন্নয়ন কর্মসূচির আওতায় বিআইডব্লিউটিএ'র পরিকল্পনা বিভাগ কর্তৃক স্বল্প, মধ্য ও দীর্ঘ মেয়াদী কর্মপরিকল্পনা প্রনয়ন করে থাকে। ভবিষ্যত পরিকল্পনার অংশ হিসেবে ২০২৩-২৪ অর্থ বছরের সংশোধিত বার্ষিক কর্মসূচীতে সবুজ পাতায় ৮টি প্রকল্প অন্তর্ভুক্ত ছিলো যা নিম্নরূপঃ

ক্রমিক নং	প্রকল্পের নাম (বাস্তবায়নকাল)	মোট প্রাক্কলিত ব্যয় (প্রকল্প সাহায্য)	প্রকল্প ব্যয়ের উৎস
১	২	৩	৪
০১।	"বাংলাদেশ অভ্যন্তরীণ নৌপরিবহন কর্তৃপক্ষের (BIWTA) উদ্ধারকারী ইউনিটে উদ্ধার সক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য ০৪ (চার)টি উইঞ্চ বার্জসহ আনুষঙ্গিক যন্ত্রপাতি সংগ্রহ ও সংযোজন"। (বাস্তবায়নকাল ০৩ বছর: জুলাই ২০২৪ - জুন ২০২৭)	৪৮৯১.১৫২	জিওবি
০২।	বিআইডব্লিউটিএ'র বিভিন্ন ঘাট/পয়েন্টে অবস্থিত পুরাতন ও ক্ষতিগ্রস্ত পন্টুনসমূহের সংস্কার ও পুন:স্থাপন (বাস্তবায়নকাল ০২ বছর: জুলাই ২০২৪ - জুন ২০২৬)	৪৮০৭.০০	জিওবি
০৩।	বাংলাদেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলের বিভিন্ন লঞ্চঘাট ও ওয়েসাইড ঘাটে আনুষঙ্গিক সুবিধাদিসহ পন্টুন নির্মাণ ও স্থাপন। (বাস্তবায়নকাল ০৩ বছর: জুলাই ২০২৪ - জুন ২০২৭)	৪০৫০০.০০	জিওবি
০৪।	অভ্যন্তরীণ নৌ -পথে ব্যবহারের জন্য পলিইথিলিন বয়া , পিসি পোল, টাওয়ার বিকন এবং আরসিসি সিংকার সংগ্রহ ও সংযোজন। (বাস্তবায়নকাল ১ বছর ৬ মাস : জানুয়ারি ২০২৪ –জুন ২০২৫)	২৪৬২.২৫	জিওবি
০৫।	উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন ২টি উদ্ধারকারী ও সহায়ক জলযানসহ আনুষঙ্গিক সরঞ্জামাদি সংগ্রহ এবং প্রয়োজনীয় অবকাঠামো নির্মাণ। (বাস্তবায়নকাল ০৩ বছর: জুলাই ২০২৪- জুন ২০২৭)	৩৬৭৩৮৩.৩৬	জিওবি
০৬।	নোয়াপাড়া নদী বন্দর এলাকায় টার্মিনালসহ বন্দর সুবিধাদি নির্মাণ। (বাস্তবায়নকাল ০৩ বছর: জুলাই ২০২৪- জুন ২০২৭)	৪৫৪১৩.০০	জিওবি
০৭।	বাঘাবাড়ি নদী বন্দর আধুনিকায়ন। (বাস্তবায়নকাল ০৩ বছর: জুলাই ২০২৩- জুন ২০২৬)	৫৭৩১৬.০০	জিওবি
০৮।	সাংগু, মাতামুহরী নদী ও রাঙ্গামাটি থেগামুখ নৌ-পথ খননের মাধ্যমে নাব্যতা উন্নয়ন ও পুনরুদ্ধার। (বাস্তবায়নকাল ০৪ বছর ৬ মাস: জানুয়ারী ২০২৩ - জুন ২০২৭)	১২৬১৮৩.০৯	জিওবি

বিআইডব্লিউটিএ'র উল্লেখযোগ্য অর্জন (জুলাই ২০২৩ - জুন ২০২৪)

ক্রঃ নং	উল্লেখযোগ্য অর্জন ও বাস্তবায়ন
০১	সারাবছর নিরাপদ ও নির্বিঘ্নে অভ্যন্তরীণ নৌ-চলাচল অব্যাহত রাখার লক্ষ্যে ২০২৩-২৪ অর্থবছরে সারা দেশে ৬,৮০০ কিঃ মিঃ নৌপথের নাব্যতা রক্ষায় সংরক্ষণ ড্রেজিং করা হয়েছে। ২০২৩-২৪ অর্থবছরে ক্যাপিটাল (উন্নয়ন) ড্রেজিং করার মাধ্যমে বিআইডব্লিউটি এ ১১২ কিঃমিঃ নৌপথ পুনরুদ্ধার করেছে। ড্রেজিং বিভাগে বর্তমানে ৬টি উন্নয়ন প্রকল্প চলমান আছে। অর্থবছরে অভ্যন্তরীণ নৌপথের নাব্যতা রক্ষায় ড্রেজিং কাজের জন্য ড্রেজার সংশ্লিষ্ট ১২টি সহায়ক জলযান (লং বুম এক্সকেভেটর) সংগ্রহ করা হয়েছে।
০২	ঢাকার চারপাশের নদী তীরে ১২ কিঃমিঃ (ঢাকা, টঙ্গী ও নারায়ণগঞ্জ নদী বন্দর এলাকায়) ওয়াকওয়ে নির্মাণ এবং ২টি জেটি নির্মাণ।
০৩	২০২৩-২৪ অর্থবছরে ৩৬৩৭.৭৬৩ কিলোমিটার অভ্যন্তরীণ নৌপথ হাইড্রোগ্রাফিক জরিপ কাজ সম্পন্ন করা হয়েছে এবং ৯৬৭ বর্গ কিলোমিটার উপকূলীয় নৌপথ হাইড্রোগ্রাফিক জরিপ কাজ সম্পন্ন করা হয়েছে। হাইড্রোগ্রাফিক বিভাগ কর্তৃক হাইড্রোগ্রাফিক চার্ট, ম্যাপ ও টাইড টেবিল বই বিক্রয় বাবদ ২৪,০৭,১৫০ টাকা রাজস্ব খাতে জমা করা হয়েছে এবং গেজ উপাত্ত (Tidal data) বিক্রয় বাবদ ২,২৫, ৪২০ টাকা রাজস্ব খাতে জমা করা হয়েছে।
০৪	নৌপথে যাত্রী ও মালামাল পরিবহন ব্যবস্থায় দূর্ঘটনা হ্রাসে দক্ষ নৌকর্মী গঠনে নারায়ণগঞ্জ ডিইপিটিসি, বরিশাল ডিইপিটিসি এবং মাদারীপুর এসপিটিআই কাজ করে যাচ্ছে। ২০২৩-২৪ অর্থ বছরে ডেক ও ইঞ্জিন কর্মীর দক্ষতা উন্নয়নে ৩৫৪৪ জনকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। গত অর্থ বছরে বরিশাল ডিইপিটিসিতে এক বছর মেয়াদী এ্যাপ্রেন্টিসশীপ কোর্সে ৩৬০ জন ক্যাডেটের প্রশিক্ষণ কার্যক্রম সুন্দরভাবে শেষ হয়েছে এবং ৫০০০ জন নৌযান কর্মীকে ক্যাম্পাসে স্ব-শরীরে পাঠদানের মাধ্যমে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। মাদারীপুর এসপিটিআইতে ৭২৯ জন নাবিকের দক্ষতা উন্নয়ন হয়েছে এবং ৪০ জন নবীন নাবিক প্রশিক্ষণরত রয়েছে।
০৫	বাঅনৌপ-কর্তৃপক্ষের যান্ত্রিক ও নৌ-প্রকৌশল বিভাগ কর্তৃক ২০২৩-২৪ অর্থবছরে পন্টুন ডকিং মেরামত খাতে ১২৬০.৬৫ লক্ষ টাকা বরাদ্দের সাপেক্ষে ২৯টি পন্টুনের ডকিং মেরামত শেষে গুরুত্বপূর্ণ ঘাটসমূহে স্থাপন করা হয়। এছাড়াও, জাহাজ মেরামত ও খুচরা যন্ত্রাংশ সংগ্রহ খাতে ১১৯৪.০০ লক্ষ টাকা বরাদ্দের বিপরীতে ০২ টি ডকিং, ০৭ টি মেজর ওভারহলিংসহ অন্যান্য রানিং মেরামতের মাধ্যমে ৭৬ টি জলযান সার্বক্ষণিক সচল রাখা রয়েছে। উল্লেখ্য, ২০২৩-২৪ অর্থ বছরে পন্টুন নির্মাণ ও সংগ্রহ খাতে ৫০০.০০ লক্ষ টাকা বরাদ্দ সাপেক্ষে ভোলার বেতুয়া লঞ্চঘাটে স্থাপনের উদ্দেশ্যে একটি ফ্ল্যাট পন্টুন সংগ্রহের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়। তৎপ্রেক্ষিতে, ঠিকাদার প্রতিষ্ঠানের সাথে ২১/০৪/২০২৪ খ্রি. তারিখে কার্যাদেশ এবং ২৮/০৪/২০২৪ খ্রি. তারিখে চুক্তি সম্পন্ন হয় যার নির্মাণ কাজ ২০২৩-২৪ অর্থ বছরে শেষ হবে।
০৬	২০২৩-২৪ অর্থবছরে ঢাকা, নারায়ণগঞ্জ, মেঘনা, ঘোড়াশাল, খুলনা, নোয়াপাড়া এবং আরিচা নদী বন্দরে সর্বমোট ১০২৯ টি স্থাপনা উচ্ছেদ করা হয় এবং ২৪.৮০ একর তীরভূমি উদ্ধার করা হয়।
০৭	গেজেটে প্রকাশিত পাঁচটি নতুন নদী বন্দর নির্মাণ শুরু হয়।
০৮	উক্ত অর্থবছরে ঢাকা ডিভিশনের আওতাধীন শ্যামপুর ইকো পার্কের বাউন্ডারি ওয়াল, ওয়াকওয়ে ও মসজিদ ভাঙ্গান হতে রোধকল্পে প্রতিরক্ষা কাজ করা হয় এবং ঢাকা নদী বন্দরের অধীনে সদরঘাট,ওয়াইজঘাট, লালকুঠি ঘাট, উলটিগঞ্জ, নবাববাড়ি ঘাট, আমিনবাজার ,গাবতলী, ফতুল্লা সহ অন্যান্য এলাকায় স্পাড নির্মাণ/সংস্কার ও পুনঃস্থাপন করা হয়।
০৯	শিমুলিয়া নদী বন্দরের পদ্মা নদীর দিকে পূর্বাংশে ও পশ্চিম অংশে পার্কিং ইয়ার্ড সংলগ্ন এলাকায় ক্ষতিগ্রস্ত তীর মেরামত কাজ করা হয়। এছাড়াও নারায়ণগঞ্জ, সিরাজগঞ্জ,বরিশাল, পটুয়াখালী, খুলনা, চট্রগ্রাম ডিভিশনের বিভিন্ন ঘাটের জেটি ও স্পাড পুনঃনির্মাণ সহ অন্যান্য আনুষঙ্গিক কাজ করা হয়।
১০	গত অর্থবছরে দেশের বিভিন্ন এলাকায় অবস্থিত ৪৬৭ টি ঘাট/ পয়েন্ট ইজারা সম্পন্ন করা হয়। ২০২৩-২৪ অর্থবছরে ঢাকা, নারায়ণগঞ্জ, বরিশাল, খুলনা, চাঁদপুর, আরিচা, নগরবাড়ী, চট্রগ্রাম, পটুয়াখালী, বাঘাবাড়ী, শিমুলিয়া, আশুগঞ্জ-ভৈরববাজার, মেঘনাঘাট, ভোলা, বরগুনা, নোয়াপাড়া, টঙ্গী, ঘোড়াশাল, সুনামগঞ্জ নদীবন্দর হতে রাজস্ব বাবদ আদায়কৃত সর্বমোট অর্থ ২,৩২,৪৪,৫৫,৭০২.০০ টাকা।
১১	২০২৩-২৪ অর্থবছরে সেবা প্রদানের বিপরীতে ২৭৭.৮২ কোটি টাকা ট্যারিফ (সার্ভিস চার্জ) আদায় করা হয়।
১২	বিআইডব্লিউটিএ এর চিকিৎসা বিভাগ কর্তৃক ঈদ উৎসবে ঢাকা নদী বন্দর (সদরঘাট), বরিশাল ও নারায়ণগঞ্জ নদীবন্দরে আগত প্রায় দুইশত জন যাত্রীকে জরুরি প্রাথমিক চিকিৎসা সেবা প্রদান করা হয়।
১৩	উক্ত অর্থবছরে নৌপথে বিভিন্ন ধরনের ২৩৬৪৫ টি নৌ-সহায়ক সামগ্রী স্থাপন করা হয়।
১৪	নৌ প্রটোকল রুটে ৪১৪৮ টি মালবাহী জাহাজ চলাচলে ভয়েজ অনুমতি প্রদান করা হয়।
১৫	দুর্যোগপূর্ণ আবহাওয়া মৌসুমে নৌপরিবহন ব্যবস্থা সুনিশ্চিত করার লক্ষ্যে বিআইডব্লিউটিএ হতে "নৌপথে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার স্থায়ী আদেশাবলী ২০২৪" জারি করা হয়েছে। উক্ত স্থায়ী আদেশে বিভিন্ন প্রাকৃতিক দুর্যোগ কালবৈশাখী, ঘূর্ণিঝড় , ঘন কুয়াশা ইত্যাদিতে সঠিকভাবে নৌযান পরিচালনার বিষয়ে বিভিন্ন নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে। ঢাকা নদী বন্দরের সদরঘাটে আগমনকৃত লঞ্চ সমূহের সুষ্ঠু বার্দিং ব্যবস্থা নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে অত্র কর্তৃপক্ষ হতে দপ্তর আদেশের মাধ্যমে একটি SOP জারি করা হয়েছে। উক্ত SOP তে ঢাকা

	নদী বন্দরে ব্যবস্থাপনা ডিজিটালাইজড করার নিমিত্তে বিভিন্ন নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে।
১৬	আন্তঃদেশীয় নৌ-পর্যটন বিকাশের লক্ষ্যে বাংলাদেশ-ভারত অভ্যন্তরীণ নৌ-পথ অতিক্রমণ ও বাণিজ্য প্রটোকল এর আওতায় ২০২৩-২৪ অর্থবছরে বাংলাদেশী পর্যটকবাহী নৌযান এম ভি রাজারহাট-সি (এম নং ২৫৫৫৫) এর অনুকূলে চারটি এবং ভারতীয় নৌযান এম ভি গঙ্গা বিলাস, এম ভি চড়াইডিউ ও এম ভি কিংদাদ পান্ডে এর অনুকূলে একটি করে ভয়েজ সহ মোট সাতটি ভয়েজ সম্পন্ন করা হয়েছে। বাংলাদেশ-ভারত অভ্যন্তরীণ নৌপথ অতিক্রমণ ও বাণিজ্য প্রটোকল এর আওতায় সুলতানগঞ্জ, গোদাগাড়ী পোর্ট অফ কল এবং সুলতানগঞ্জ-মায়া নৌ-পথে নৌযান পরিচালনা কার্যক্রম গত ১২ ফেব্রুয়ারি ২০২৪ তারিখে নৌ-পরিবহন মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী মহোদয় উদ্বোধন করেন। জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের সম্মতিতে উক্ত নৌপথ ব্যবহার করে আমদানিযোগ্য পণ্য পরিবহনের নিমিত্তে পাঁচটি ট্রায়াল রান সম্পন্ন হয়েছে।
১৭	বিদ্যমান প্রটোকলের আওতায় আন্তঃদেশীয় বাণিজ্য পণ্য পরিবহনে বাংলাদেশ ও ভারতীয় নৌ -যানের বর্তমান অনুপাত ৯৫.৪১.:৪,৫৯। PIWT&T এর আওতায় ২০২৩-২০২৪ অর্থবছরে বাংলাদেশী নৌ-যান দ্বারা ৩৭৭৭টি ট্রিপের মাধ্যমে ৩৮,৪,১২৬০ মেট্রিক টন এবং ভারতীয় নৌ-যান দ্বারা ১১৫টি ট্রিপের মাধ্যমে ১৮,৪,৬৬৩ মেট্রিক টন সহ মোট ৪০,২৫,৯২৩মেট্রিক টন পন্য পরিবাহিত হয়েছে।
১৮	২০২৩-২৪ অর্থ বছরে সম্ভাব্য যাত্রীর পরিমান ২০৭৯.৮০ লক্ষ এবং মালামালের পরিমান ১৫০৬.৫৬ লক্ষ মেট্রিক টন এবং কার্গোসেল হতে ২০২৩-২৪ অর্থবছরে রুট পারমিট প্রদানকৃত নৌযানের সংখ্যা ৫৩২৪ টি ।

চ্যালেঞ্জ:
▪ নৌপরিবহনখাতে স্বল্প বাজেট বরাদ্দ; ▪ নদীর গতিপথ পরিবর্তন; ▪ বর্ষাকালে প্রবাহিত পানির সাথে নৌরুটের বিভিন্ন স্থানে প্রচুর পলি/সিল্ট আসার ফলে নাব্যতা হ্রাস; ▪ শুষ্ক মৌসুমে পানির প্রবাহ কমে গিয়ে নৌরুটের নাব্যতা সংকট তৈরি হওয়া; ▪ বর্ষা মৌসুমে অতিরিক্ত স্রোতের সময় নৌরুট ড্রেজিং করা; ▪ বর্তমান সক্ষমতা দিয়ে সার্বক্ষণিক ড্রেজিং করে নৌরুটের নাব্যতা ঠিক রাখা; ▪ পার্বত্য অঞ্চলে নৌরুট ড্রেজিং করা এবং সচল রাখা; ▪ নৌরুটের বিভিন্ন স্থানে বিদ্যমান নীচু সেতু/ব্রিজ এর নিচ দিয়ে নৌযান চলাচল; ▪ নৌরুটের সকল স্থানে পরিকল্পিত ল্যান্ডিং সুবিধা নিশ্চিতকরণ; ▪ নৌরুটের সকল স্থানে পর্যাপ্ত নৌসহায়ক যন্ত্রপাতি স্থাপন এবং সংরক্ষণ; ▪ নদী দূষণ ও নদীর তীরভূমির অবৈধ দখল; ▪ প্রাকৃতিক দুর্যোগ যেমন ঝড়, সাইক্লোন, হারিকেন, বন্যা ইত্যাদি; ▪ নৌরুটের অবস্থা বিবেচনা করে বিদ্যমান যাত্রীবাহী/মালবাহী নৌযানের নকশা উন্নয়ন; ▪ নদীর তীরভূমি ক্ষয়/ভাঙন; ▪ নৌযানগুলো নিয়ম এবং বিধিমালা অনুসরণ করা; ▪ সুরক্ষার বিষয়ে গাফলতি; ▪ অপর্যাপ্ত অবকাঠামো; ▪ অপর্যাপ্ত ক্ষমতা; ▪ আইনী যুদ্ধ; ▪ জনবলের ঘাটতি; ▪ বিশেষজ্ঞের ঘাটতি; ▪ (ক) ঢাকা শহরের চারপাশের নদী তীরে অবৈধ দখলদারদের বাধা/বিপত্তি ও আদালতের স্থগিতাদেশের কারণে বিভিন্ন স্থানের বাস্তবায়ন কাজ বিলম্বিত হওয়া; ▪ খ) প্রকল্পের আওতায় ড্রেজিংকৃত নদী ১/২ বছরের মধ্যেই পলি জমে ভরাট হয়ে যাওয়া; ▪ (গ) প্রাকৃতিক কারণ যেমন বর্ষাকলে উজান হতে নেমে আসা ঢলের কারণে সৃষ্ট স্রোতে ড্রেজিং স্থলে ড্রেজার রাখা (ঘ) নৌপথে স্থাপিত নৌসহায়ক সামগ্রীসমূহ দুষ্কৃতিকারী কর্তৃক নষ্ট বা খোয়া যাওয়া, ঝড়/ তুফানে ভেসে যাওয়া/হারিয়ে যাওয়া বা নৌযানের আঘাতে ভেঙ্গে তলিয়ে যাওয়া এবং ঝড়/তুফানে পাইলটেজ সেবা প্রদানের নিমিত্ত নিরাপদ ও দ্রুতগতি সম্পন্ন পাইলট বিট নৌযানের স্বল্পতা; ▪ (ঙ) দক্ষ ও প্রয়োজনীয় সংখ্যক জনবলের অভাবে ড্রেজিং হাইড্রোগ্রাফিক জরিপসহ অন্যান্য কার্যক্রম ব্যাহত হওয়া; ▪ (চ) নদী তীরবর্তী সংলগ্ন নদী বন্দর/ঘাট সুবিধা প্রদান সংশ্লিষ্ট পূর্ত কাজ বর্ষা মৌসূমে ব্যাহত হওয়া/ বন্ধ থাকা; ▪ (ছ) জমি অধিগ্রহণ প্রক্রিয়ার বিভিন্ন পর্যায়ে প্রত্যাশিত সময়ের চেয়ে বেশি সময় ব্যয় হয় বিধায় কাজ শুরু হতে বিলম্ব হওয়া। সর্বোপরি চাহিদার তুলনায় বাজেট বরাদ্দ অপ্রতুল ও অর্থছাড় প্রক্রিয়াকরনে জটিলতা বিভিন্ন কার্যক্রম বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে সমস্য/ চ্যালেঞ্জ হিসাবে প্রতীয়মান হয়।
`

সম্ভাবনা (prospects):

- নদী খননের মাধ্যমে কৃষি ও শিল্পের জন্য পানির অভাব দুর হবে, ভূ-গর্ভের পানির স্তর উপরে উঠে আসবে; প্রাকৃতিক পরিবেশের উন্নয়ন হবে এবং মাছের উৎপাদন বৃদ্ধি পাবে ।
- নৌ-পথের খননকৃত পলি/মাটি পার্শ্ববর্তী নীচু ভূমিতে ফেলায় নীচু ভূমি কৃষি ভূমিতে পরিণত হবে ।
- বিআইডব্লিউটিএ কর্তৃক যদি দেশের বিভিন্ন নদী বন্দরের পাশে অবৈধ স্থাপনা উচ্ছেদ করে ইকোপার্ক নির্মাণ করা হয় তাহলে রাজস্ব বৃদ্ধি পাবে এবং সুস্থ বিনোদনের সুযোগ সৃষ্টি হবে ।
- নদী থেকে ড্রেজিংকৃত মাটির সাথে বিপুর পরিমান পিট কয়লা উঠে এ কায়লা সংগ্রহ করে শুকিয়ে জ্বালানী হিসেবে ব্যবহার করা যাবে । এছাড়া এসকল কয়লা থেকে তাপ উৎপাদন সম্ভব ।
- নৌপথে আধুনিক লঞ্চ/স্টীমার সার্ভিসের মাধ্যমে নৌবিহার চালু হলে নৌ-পর্যটন সৃষ্টি হবে ।
- ২০৩০ সনের মধ্যে নদীর কাছাকাছি স্থানে প্রায় ১০০ টি অর্থনৈতিক অঞ্চল সৃষ্টি করা। এসকল অর্থনৈতিক অঞ্চলে ব্যবহৃত কাঁচামাল এবং ফিনিশড প্রোডাক্ট পরিবহনের জন্য নৌপথে পর্যাপ্ত সংখ্যক আধুনিক ল্যান্ডিং স্টেশন, কন্টেইনার/কার্গো পোর্ট স্থাপন করার সম্ভাবনা রয়েছে ।
- বাংলাদেশ ভূ-কৌশলগতভাবে একটি সুবিধাজনক অবস্থানে অবস্থিত। এটি ভারত, চীন, নেপাল, ভূটান এবং দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার মধ্যে ব্যবসা-বাণিজ্যের একটি সেতু হতে পারে। এছাড়াও ভারতের উত্তর-পূর্বাঞ্চলীয় রাজ্যগুলির সাথে একটি আঞ্চলিক সংযোগ কেন্দ্র হবার সম্ভাবনা রয়েছে বাংলাদেশের ।
- বদ্বীপ পরিকল্পনা ২১০০ বাস্তবায়নে গুরুত্বপূর্ণ সহযোগী হিসেবে কাজ করছে বিআইডব্লিউটিএ।
- টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্য ২০৩০ এর অভিষ্ট নং ১, ৩, ৬, ১৩ ও ১৪ অর্জনে কার্যক্রম গ্রহণ করেছে।

উদ্ভাবনী উদ্যোগসমূহ:

ক্রমঃ	উদ্ভাবনী উদ্যোগসমূহ	সেবা/আইডিয়ার সংক্ষিপ্ত বিবরণ	বাস্তবায়নকাল	সেবার লিংক	মন্তব্য
০১.	পন্টুন ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম (Pontoon Management System)	বিআইডব্লিউটিএ'র অধীনে পন্টুন সমূহের তথ্যাদি সঠিকভাবে সংরক্ষণ ও দক্ষ ব্যবস্থাপনার উদ্দেশ্যে পন্টুন ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম সফটওয়্যার প্রস্তুত করা হয়েছে।	২০২৩-২৪	https://pontoon.biwtavms.com/	
০২.	ই-এনলিস্টমেন্ট এন্ড স্মার্ট ভয়েজ পারমিশন সফটওয়্যার	PIWT&T এর সেবা বৃদ্ধি ও সহজতর করার লক্ষ্যে কুইক উইন স্মার্ট উদ্যোগ হিসেবে ই-এনলিস্টমেন্ট এন্ড স্মার্ট ভয়েজ পারমিশন সফটওয়্যার প্রস্তুত করার উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।	২০২৪-২৫		
০৩.	ই-প্রেসক্রিপশন এন্ড মেডিকেল স্টোর ম্যানেজমেন্ট	কর্তৃপক্ষের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের মেডিকেল সেবা সহজতর ও চি কিৎসা বিভাগ Digitalization /Automation করার লক্ষ্যে ই-প্রেসক্রিপশন এন্ড মেডিকেল স্টোর ম্যানেজমেন্ট সফটওয়্যার প্রস্তুত করার উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।	২০২৪-২৫		
০৪.	ইনভেন্টরি ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম (Inventory Management System)	বিআইডব্লিউটিএ'র ক্রয় ও সংরক্ষণ বিভাগের নিয়ন্ত্রণাধীন কেন্দ্রীয় স্টোরের জন্য ইনভেন্টরী ম্যানেজমেন্ট সফটওয়্যার প্রস্তুত কার্যক্রম সম্পন্ন হয়েছে। উক্ত সফটওয়্যারের মাধ্যমে অতি অল্পসময়ে ঢাকাস্থ কেন্দ্রীয় স্টোর হতে ষ্টেশনারী, প্রিন্টিং ও লিভারীজ আইটেসসমূহের পেপারলেস চাহিদা পত্র প্রেরণ করা যায়। যা অনলাইনে বিভাগীয় অনুমোদন, গুদামের অনুমোদন, পণ্যের পর্যাপ্ততা যাচাই করে মালামাল ইস্যু এবং গ্রহণ করা হয়।	২০২২-২৩	http://182.16.157.120/biwta-ims/login	

ক্রমঃ	উদ্ভাবনী উদ্যোগসমূহ	সেবা/আইডিয়ার সংক্ষিপ্ত বিবরণ	বাস্তবায়নকাল	সেবার লিংক	মন্তব্য
০৫.	Navigation Clearance Application Portal	Navigation Clearance Application Portal এর মাধ্যমে সাধারণ জনগণ/প্রতিষ্ঠান ঘরে বসেই অনলাইনে সেবা প্রাপ্যতার আবেদন, স্ট্যাটাস পর্যবেক্ষণ, এবং অনাপত্তির সার্টিফিকেট পেয়ে থাকেন। অনলাইন অ্যাপ্লিকেশন পোর্টাল biwtavhc.gov.bd এ প্রবেশ করে নিম্নলিখিত সেবাসমূহের জন্য আবেদন করতে পারেনঃ- • ব্রিজ নেভিগেশনাল ক্লিয়ারেন্স এর অনাপত্তি • নদীর উপর দিয়ে বৈদ্যুতিক টাওয়ার এর ক্যাবল ক্রসিং এবং নদীতে টাওয়ার স্থাপন এর অনাপত্তি • নদীর তলদেশ দিয়ে সাবমেরিন ক্যাবল ক্রসিং-এর অনাপত্তি • নদীর তলদেশ দিয়ে গ্যাস পাইপ ক্রসিং এর অনাপত্তি উক্ত সেবা গ্রহণের জন্য বাংলাদেশের সকল সরকারি বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের আবেদন করতে পারবে।	২০২১-২২	www.biwtavhc.gov.bd	
০৬.	Vessel Management System	এটি মূলত জাহাজ ব্যবস্থাপনা সিস্টেম যার মাধ্যমে নিম্নোক্ত সেবা পাওয়া যায়ঃ • To keep Engine particulars and vessels particulars information • To keep update information of vessel's crews • Maintenance information of the vessels • Operational information of every vessels Provide different type of reports	২০২০-২১	www.biwtavms.com	

বাংলাদেশ অভ্যন্তরীণ নৌ পরিবহন কর্তৃপক্ষ (বিআইডব্লিউটিএ) কর্তৃক ২০২৩-২০২৪ অর্থ বছরে গৃহীত
কার্যক্রমের সচিত্র প্রতিবেদন

ওয়াকওয়ে (ঈসাখাঁবাদ মৌজা, আমিনবাজার)

ওয়াকওয়ে (নবাবের বাগ, মিরপুর)

ওয়াকওয়ে অন পাইল -আমিনবাজার (সাভার প্রান্ত)

ওয়াকওয়ে (খোলামোড়া)

ওয়াকওয়ে অন পাইল (হারবাইদ, টঙ্গী)

ওয়াকওয়ে অন পাইল (সুলতানা কামাল ব্রিজ এলাকা)

ওয়াকওয়ে (কামরাঙ্গির চর হতে বসিলা)

ওয়াকওয়ে (হাজীগঞ্জ মডেল গ্রুপ সংলগ্ন)

টেকনাফ দমদমিয়া আরসিসি জেটি

কক্সবাজার ৬নং ঘাট আরসিসি জেটি

নগরবাড়ী প্রকল্পের আওতায় নদী বন্দর এলাকার নির্মিত আরসিসি জেটির চিত্রঃ

নগরবাড়ী পুরাতন টার্মিনাল এলাকায় নির্মিত বিভিন্ন অবকাঠামোর চিত্রঃ

বিদায়ী কুজকাওয়াজ শেষে ডিইপিটিসি, বরিশালের সকল কর্মকর্তা, কর্মচারী ও ক্যাডেটবৃন্দের ফটোসেশন:

২১ ফেব্রুয়ারী আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস উদ্‌যাপন উপলক্ষে প্রভাত ফেরিতে এসপিটিআই, মাদারীপুরের সকল কর্মকর্তা, কর্মচারী ও ক্যাডেটবৃন্দ।

বিশ্ব ডায়াবেটিস দিবস উপলক্ষে চিকিৎসা বিভাগের উদ্যোগেবিনা মূল্যে ব্লাডসুগার পরিমাপ কর্মসুচী

চিকিৎসা বিভাগের তত্ত্বাবধানে ইসিজি সেবা প্রদান

বাংলাদেশ আভ্যন্তরীণ নৌ-পরিবহন কর্তৃপক্ষ B.I.W.T.A. সাচনা লঞ্চঘাট এস,পি-৩২৮
মহিলা বিশ্রামাগার

মেরামতকৃত পন্টুন

নিমজ্জিত রজনীগন্ধা ফেরী এবং যানবাহন উদ্ধার কার্যক্রম